বিদেশী বিনিয়োগ আকৃষ্টের জন্য আন্তর্জাতিক ভিস্যাট অত্যাবশ্যকীয়

কামাল আরসালান

টেলিফোন ও ফ্যাক্স টেলিযোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে আমাদের কাছে অত্যন্ত সুপরিচিত। আইএসডি ফোনের মাধ্যমে আমরা সরাসরি বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। দেশের বাইরে যে সব কল করা হয় বা যে কলগুলো বিদেশ থেকে আসে সেগুলো নির্দিষ্ট আর্থ ষ্টেশন (সরকার নিয়ন্ত্রিত) ও উপগ্রহের মাধ্যমে আসে। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নবতর সংযোজন ভি-স্যাট। ভি-স্যাট হল ২-৩ মিটার ব্যাসের ডিস (টিভির ডিস এন্টেনার মত) যার মাধ্যমে সরাসরিভাবে কোন নির্দিষ্ট উপগ্রহে রেডিও সিগন্যাল পাঠানো যায় এবং উপগ্রহ থেকে আসা সিগন্যাল রিসিভও করা যায়। এর ফলে সরকার নিয়ন্ত্রিত আর্থ ষ্টেশন এবং স্থানীয় টেলিকম সার্ভিসের উপর নির্ভর করতে হয় না।

এশিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চলকে টেলিফোন, ফ্যাক্স ও কমপিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় আনার অঙ্গীকার নিয়ে সম্প্রতি চালু হয়েছে এই অঞ্চলের প্রথম আন্তর্জাতিক ভি-স্যাট VSAT (very small aperture terminal) সর্ভিস। সিংগাপুরের একটি হাইটেক প্রতিষ্ঠান, প্যাসিফিক সেঞ্চুরী কর্পোরেট এক্সেস পিটিই লিঃ এই সার্ভিসের উদ্যোক্তা। এতদিন এশিয়ার এই অঞ্চলে ভি-স্যাট সার্ভিস ব্যবহার করা হতো শুধু দেশগুলোর রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে। তাই এশীয় অঞ্চলে এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ভি-স্যাট সার্ভিসের চালু করল। যদিও বর্তমানে মাত্র ৫টি দেশ এই ভি-স্যাট নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হয়েছে তবু এই অঞ্চলে উপগ্রহ-ভিত্তিক নেটওয়ার্কের দ্রুত বিস্তৃতির উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের অনেক জায়গায় বিশেষ করে দুর্গম ও দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে এখনও টেলিফোন সার্ভিস চালু করা সম্ভব হয় নি (যেমন আমাদের উপকূলবর্তী এলাকা ও দ্বীপগুলোতে)। এই প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে টেলিকম সার্ভিসের প্রসারে উপগ্রহভিত্তিক এই ভি-স্যাট সার্ভিসই সবচেয়ে উপযোগী হবে।

এশিয়ায় আন্তর্জাতিক ভি-স্যাট সার্ভিস নেটওয়ার্ক বসানোর প্রধান পরিকল্পনাকারী হলেন প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার ও হংকংয়ের বিশিষ্ট পুঁজি বিনিয়োগকারী মিঃ রিচার্ড লী যিনি ইতিপূর্বে এই অঞ্চলে উপগ্রহ-ভিত্তিক ব্রডকাষ্টিং প্রতিষ্ঠান ষ্টার টিভি চালু করে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন।

বর্তমানে প্যাসিফিক সেঞ্চুরীর ভি-স্যাট নেটওয়ার্ক চীন, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও সিংগাপুরের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে যে দেশের সরকারী অনুমোদন লাভ করবে সেখানেই কোম্পানীর ভি-স্যাটে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হবে। এশিয়াস্যাট-১ ও এ্যাপস্টার-১ উপগ্রহ দুটোতে লীজ নেওয়া চ্যানেলের মাধ্যমে গোটা এশিয়া ব্যাপী সার্ভিস দেওয়ার প্রযুক্তি আছে বলে প্যাসিফিক সেঞ্চুরী দাবী করেছে।

প্যাসিফিক সেঞ্চুরীর ভি-স্যাট সার্ভিস মূলতঃ দুটো অবস্থানের (location) মধ্যে উপগ্রহের মাধ্যমে বিন্দু থেকে বিন্দুতে (point to point connection) সংযোগ দেবে যেমন হয়ত কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে কোন শাখা অফিসের সংযুক্তি। দুটো অবস্থানেই বসানো ভি-স্যাট থেকেই সরাসরিভাবে উপগ্রহের মাধ্যমে একটা পূর্ব-নির্ধারিত ফ্রিকোয়েন্সীতে যোগাযোগ করা যায়। এখানে উপগ্রহের কাজ হলো এক অবস্থানের ভি-স্যাট থেকে পাঠানো রেডিও সিগন্যালকে অন্য অবস্থানের ভি-স্যাটের দিকে পাঠানো অর্থাৎ রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী রিপিটার হিসেবে কাজ করা।

যে সব কর্পোরেট কোম্পানীর শাখা অফিস এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে ঐ কোম্পানীগুলো এক জন অপারেটারকে দিয়েই প্যাসিফিক সেঞ্চুরীর ভি-স্যাট সর্ভিসের মাধ্যমে তাদের কেন্দ্রীয় অফিসের সাথে সবগুলো শাখা অফিসের যোগাযোগ রক্ষা করতে পারবে। ছবিতে দেখানো হয়েছে একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। কিভাবে ভি-স্যাটের মাধ্যমে সিংগাপুরের কেন্দ্রীয় অফিস থেকে জাকার্তা (ইন্দোনেশিয়া) ও হংকং-এর শাখা অফিস এবং সাংহাইয়ের (চীন) কেন্দ্রীয় অয়্যারহাউজের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করছে।

সিগন্যাল ট্রান্সমিশনের জন্য প্যাসিফিক সেঞ্চুরী ব্যবহার করছে এসসিপিসি (SCPC) প্রযুক্তি যার ফলে দুটো ভি-স্যাটের মধ্যে একটা পরিষ্কার চ্যানেলের সৃষ্টি হয় এবং ৯.৬ কিলো বিট/সেকেন্ড থেকে ২ মেগা বিট/সেকেন্ড পর্যন্ত গতিতে তথ্য আদান প্রদান করা যায়। আধুনিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে এসসিপিসি প্রযুক্তি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবহারকারী খুব সহজেই প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যান্ড উইডথ পরিবর্তন করতে পারেন। যেমন হয়তো একজন ব্যবহারকারী যিনি দুটো ৩২ কিলো বিট/সে.-এর ভয়েস চ্যানেল ব্যবহার করছেন একটা ৬৪ কিলো বিট/সে. সংযোগে তিনি ইচ্ছা করলে একটা ভয়েস চ্যানেল বাদ দিয়ে সেটাকে বিভক্ত করতে পারেন বিভিন্ন ব্যান্ডউইডথ-এর অসংখ্য ডাটা চ্যানেলে।

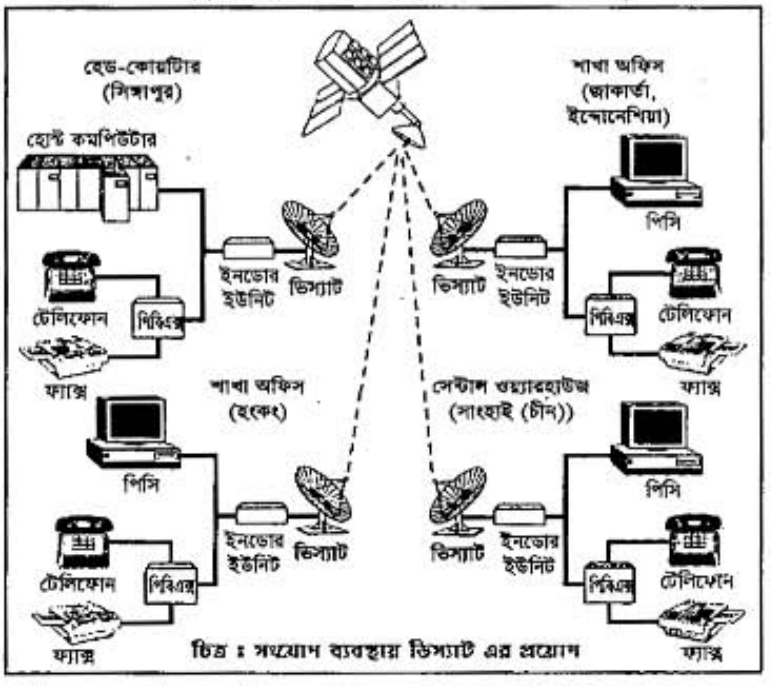

চিত্র : সংযোগ ব্যবস্থায় ভিস্যাট এর প্রয়োগ

প্যাসিফিক সেঞ্চুরীর চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ডেভিড ম্যানিয়ন জানিয়েছেন যে তার কোম্পানী স্থানীয় নেটওয়ার্কগুলোর চেয়ে প্রতিযোগিতামূলক হারে ভি-স্যাট সার্ভিস প্রদান করবে। একটা নির্দিষ্ট মাসিক সার্ভিস চার্জ ছাড়া ইনষ্টলেশন ফি হিসেবে এককালীন একটা ব্যয়ভার ভি-স্যাট ব্যবহারকারীদের বহন করতে হবে। গড়পড়তায় এই ইনষ্টলেশন ফি দাড়ায় প্রতি অবস্থানের (location) জন্য ২,৫০০ মার্কিন ডলার। যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোম্পানী কোন চার্জ গ্রহণ করবে না।

প্রাচ্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন যে প্যাসিফিক সেঞ্চুরী অত্যন্ত উপযুক্ত সময়ে এই অঞ্চলে ভি-স্যাট সার্ভিস চালু করল। কারণ এখন এই অঞ্চলের বড় বড় প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের বাণিজ্যিক কর্মকান্ড এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারিত করার পরিকল্পনা করেছে। বিশেষ করে হংকং ও সিঙ্গাপুরভিত্তিক অনেক বড় প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শাখা অফিস খুলেছে। বর্তমানে তাদেরকে হেড অফিস ও শাখা অফিসগুলোর মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য স্থানীয় টেলিকম সার্ভিসের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে যে সব দেশে টেলিকম ব্যবস্থা এখনও অনগ্রসর ও ত্রুটিপূর্ণ সেখানে বাণিজ্যিক কর্মকান্ড পরিচালনায় তাদেরকে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। প্যাসিফিক সেঞ্চুরীর ভি-স্যাট নেটওয়ার্ক তাদের এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সিংগাপুরের একটা রপ্তানীমুখী ফার্নিচার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান, ইকেয়া-এশিয়া প্যাসিফিক, স্বাগত জানিয়েছে প্যাসিফিক সেঞ্চুরীর এ প্রচেষ্টাকে। এশিয়ার ১১টি দেশে এই ফার্নিচার কোম্পানীর শাখা অফিস আছে এবং শাখা অফিসগুলোর সাথে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা হল লিজড লাইন। শাখা অফিসগুলোর সাথে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে এই কোম্পানীর ইনফরমেশন টেকনোলজী বিভাগের ম্যানেজার মিঃ মারটিন বলেন যে, করাচী (পাকিস্তান), নিউদিল্লী (ভারত) এবং জাকার্তায় (ইন্দোনেশিয়া) অবস্থিত তাদের শাখা অফিসগুলোতে বর্তমানে ৪.৯ কিলো/বিট/সে. থেকে ১৪.৮ কিলো/বিট/সে. গতিতে তথ্য পাঠানো যায়। কিন্তু তাদের সর্বনিম্ন প্রয়োজন হল ১৯.২ কি.লোবিট/সে.। এছাড়া অনেক সময় গ্রাফিক্স আদান-প্রদানের প্রয়োজন পড়ে। এর জন্যে প্রয়োজন হয় ৬৪ কি.লোবিট/সে.। ঐ দেশগুলোর (পাকিস্তান, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া) টেলিকম সার্ভিস তাদের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। তাই তারা প্যাসিফিক সেঞ্চুরী ভি-স্যাট সার্ভিসের সুযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয়েছেন।

প্যাসিফিক সেঞ্চুরী গ্রাহকদের

(বাকী অংশ ৬০ নং পৃষ্ঠায়)

কাষ্টম হাউসে কমপিউটার ভীতি!

(চট্টগ্রাম থেকে ফারুক বিন সাদেক)

চট্টগ্রাম কাষ্টম হাউসের ১২টি এপেইজমেন্টগ্রুপকে নিয়ে স্পেশাল প্রসেসিং অব ইলেক্টোনিক্যাল এন্টারড ডিক্লারেশনস (SPEED) নামক কমপিউটারায়ন পদ্ধতি কিছু সংখ্যক দুর্নীতিবাজ কাষ্টম কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সিএন্ডএফ কর্মচারীর ষড়যন্ত্রের শিকার। চট্টগ্রাম কাষ্টম হাউসের কমপিউটার পদ্ধতি এসব দুর্নীতিবাজদের জন্য ভীতির কারণ হয়ে দেখা দিয়েছে।

প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে বিল অব এন্ট্রি প্রসেসিং, পণ্য শুল্কায়ন, পরীক্ষণ, শুল্ক করসমূহ পরিশোধ করন, পণ্য খালাস সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম কমপিউটারে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ইউএনডিপি'র আর্থিক সহায়তায় প্রায় আড়াই কোটি টাকা ব্যয়ে ৬টি সার্ভার এবং ১৮টি টার্মিনাল নিয়ে চট্টগ্রাম কাষ্টম হাউসের কমপিউটারায়নের প্রাথমিক কাজ গত ১৮ মার্চ থেকে শুরু করা হয়। আমদানী রপ্তানী পণ্যের শুল্কায়নে পূর্বেকার অবৈধ সকল পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে চালু করা হয় 'ক্লোজড ডোর ও ফোল্ডার এক্সিট পদ্ধতি।' নতুন পদ্ধতিতে সিএন্ডএফ কর্মচারীরা কাষ্টম হাউসের একটি নির্দিষ্ট কক্ষে তাদের বিল অব এন্টি ফোল্ডার জমা দেয়ার পর তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। এ পদ্ধতির ফলে কাষ্টম হাউসের বিশেষ বিশেষ কক্ষে অনাকাঙ্ক্ষিত হৈ-চৈ, হুড়াহুড়ি দুর্নীতি এড়ানো যাবে বলে কাষ্টমের দায়িত্বশীল সূত্র থেকে জানা গেছে।

এখন সিএন্ডএফ কর্মচারীদের সকল ক্রোধ গিয়ে পড়েছে কমপিউটারাইজড ক্লোজড ডোর এবং ফোল্ডার এক্সিট সেন্টারের ওপর। কারণ, কমপিউটার পদ্ধতিতে শুল্কায়নের ফলে অতি সহজেই অসাধু আমদানীকারক সনাক্ত করা যাবে। আমদানীকারকের পণ্য আমদানী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য আয়কর বিভাগ এবং ভ্যাট আদায় কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতি মাসে পাঠিয়ে দেয়া হবে। যাতে করে আয়কর ও ভ্যাট আদায় করতে কর্তৃপক্ষের সুবিধা হয়। দেশে প্রতি মাসে কোন পণ্য কি পরিমাণে আমদানী করা হলো তাও মুহূর্তের মধ্যে কমপিউটার থেকে জানা যাবে। অতি সহজে পাওয়া যাবে আমদানী রপ্তানী পণ্যের ফলোআপ। ফলে অসাধু ব্যবসায়ীদের থলের বিড়াল বেরিয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা বেসামাল হয়ে পড়েছে।

পরিস্থিতি মোকাবেলায় কাষ্টম কালেক্টর জরুরী বৈঠক আহ্বান করেন। সিএন্ডএফ কর্মচারীবৃন্দ ধর্মঘটের হুমকি দিয়ে সর্তসাপেক্ষে নাম ঠিকানা রেজিষ্ট্রি বইতে লিপিবদ্ধ করে স্লীপ নিয়ে কাষ্টম হাউসের ভিতরে প্রবেশের দাবী আদায় করে নেয়। পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন ক্লোজড ডোর পদ্ধতি শিথিল করণে কাষ্টম হাউসের অভ্যন্তরে অবাধ যাতায়াতের ফলে দুর্নীতি বৃদ্ধি পাবে এবং কাষ্টম হাউসের কমপিউটারগুলো ভুল তথ্যে পরিপূর্ণ হবে। ফলে কমপিউটারায়নের মূল উদ্দেশ্যটাই পন্ড হবে। উল্লেখ্য, ডেস্কটপ কমপিউটার কাষ্টম হাউসে কমপিউটারগুলি সরবরাহ করে। ☐

কমপিউটার জগৎ-এর নতুন টেলিফোন নম্বর ঃ ৫০৫৪১২

এছাড়া আগের টেলিফোন নম্বর ৮৬৬৭৪৬ অপরিবর্তিত রয়েছে।

ব্যাংক কমপিউটারায়নে লিডস্

লিড্স কর্পোরেশন লিঃ সম্প্রতি দেশের দুটি নতুন ব্যাংক কমপিউটারায়নের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। কোম্পানীটি প্রাইম লিঃ ব্যাংক ও সাউথ ইষ্ট ব্যাংক লিমিটেডকে এটিএন্ডটি কমপিউটার সিষ্টেমে আধুনিক ব্যাংকিং সুবিধা দেবে। ইতিমধ্যে দুটি ব্যাংক উদ্বোধনের সাথে সাথে কমপিউটারের মাধ্যমে গ্রাহক সেবা শুরু করেছে।

এই কার্যক্রম লিড্স এর দক্ষ সফটওয়্যার দলের তৈরি পিসি ব্যাংক এবং এলসি ব্যাংক সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে। দুটি ব্যাংকের অফিসেরকাজও উক্ত সফটওয়্যার দুটি দিয়েই চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, লিডস এর সফটওয়্যার দলের প্রধান মিসেস শাহিদা মোস্তাফিজ ১৯৯৪ সালে কমপিউটার জগৎ এর সেরা ব্যক্তিত্বের পুরস্কার লাভ করেন। ☐

বিমান অফিসের নেটওয়ার্ক বিকল

(চট্টগ্রাম থেকে ফারুক বিন সাদেক)

টিএন্ডটির ক্যাবল চুরির ফলে চট্টগ্রাম বিমান অফিসের কমপিউটার নেটওয়ার্ক ৫ জুন থেকে বাহাত্তর ঘন্টার জন্য বিকল হয়ে পড়ে। ফলে এই সময়ে সকল প্রকার বুকিং, রি-কনফার্মেশন বন্ধ থাকায় বিমান যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

চকবাজারের কাছে টিএন্ডটির যোগাযোগ ক্যাবলের একটি অংশ চুরি চুরি যাওয়ায় চট্টগ্রাম বিমান অফিসের প্রাবিয়াল-২ ওয়ার্কষ্টেশনগুলো ঢাকাসহ আন্তর্জাতিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ জানান, বিমানের কমপিউটার চালু রাখতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ☐

অটোক্যাড এলটি
– একটি সহজ ডিজাইন টুল

আমেরিকার অটোডেস্ক ইনক, ক্যাড প্রোগ্রামের জন্য অটোক্যাডের (মূল্য ৩,৯৯৫ ডলার) একটি সহজ এবং সস্তা ভার্সন AutoCAD LT Release 2 for Windows বাজারে ছেড়েছে। এর মূল্য রাখা হয়েছে ৪৯৫ ডলার। এতে অটোক্যাডের জনপ্রিয় টুল্‌স এবং ফীচারসমূহের বেশির ভাগই রয়েছে। নতুন শিক্ষার্থীদের এবং দ্বিমাত্রিক ড্রাফটিংয়ের কাজে এটি খুবই উপযোগী হবে। এটি চালাতে প্রয়োজন ৮ মে. বা. র‍্যাম, ১৬ মে.বা. হার্ডডিস্কের জায়গা, মাইক্রোসফট উইন্ডোজ ৩.১ বা উচ্চতর ভার্সন। ☐

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি

সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফট কর্পোরেশনের বিল গেটস এখন পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি। তার সম্পদের পরিমাণ ১২৯০ কোটি ডলার। ফরবিস ম্যাগাজিন সম্প্রতি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী ব্যক্তিদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে তাতে এ তথ্য জানা গেছে। সফটওয়্যার গুরু বিল গেটস-ই প্রথম মার্কিন নাগরিক যিনি এই শীর্ষস্থান পেলেন। গত বছর সবচেয়ে সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন জাপানের ইয়োশিয়াকি সুসুমি। এবার তার অবস্থান তৃতীয় স্থানে।

আন্তর্জাতিক ভিস্যাট

(২৬ ৭ নং পৃষ্ঠার পর)

প্রয়োজন অনুযায়ী ভি-স্যাট নেটওয়ার্কের ডিজাইন করে এবং প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে। এছাড়া ইনস্টলেশন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাদের।

চীন, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়া–এই তিনটি দেশ মূলতঃ প্যাসিফিক সেঞ্চুরীর সঙ্গে চুক্তি করেছে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য। হংকংয়ের পুঁজি বিনিয়োগকারী ও শিল্পপতিরা এখানে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পুজি ও শিল্প কারখানা স্থানান্তর করছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান সিংগাপুরে এশীয় অঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশে শাখা অফিস রয়েছে। তাই এশিয়ার বিভিন্ন দেশেই তাদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যই হংকং ও সিঙ্গাপুর প্যাসিফিক সেঞ্চুরীর ভি-স্যাট নেটওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকার বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য অনেক উদ্যোগ নিয়েছেন। টেলিকম সার্ভিসের ক্ষেত্রে আমরা পাকিস্তান থেকেও অনেক পিছিয়ে আছি। বর্তমানে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগে শীর্ষে রয়েছেন হংকং-এর বিনিয়োগকারীরা। দেশের ইপি জেড জোনগুলোতে হংকং-এর শিল্পতিরা পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন। হংকং-এর পুঁজি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্যও এই ধরনের ভি-স্যাট সার্ভিসের ব্যবস্থা দেশে থাকা বর্তমানে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। তাই দেশের নীতি নির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যেন তারা অনতিবিলম্বে প্রতিবেশী পাকিস্তান, চীন, ইত্যাদি দেশের গৃহীত পদক্ষেপকে অনুসরণ করে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার প্রতিযোগিতায় এই দেশকে উপযুক্ত করে তোলেন। ☐

বেরিয়েছে! বেরিয়েছে!!

কমপিউটার ব্যবহারকারীদের বহু প্রশ্ন আর সমস্যার সমাধান নিয়ে 'কমপিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলসুটিং' বইটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সহায়ক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কমপিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবলসুটিং

যোগাযোগ ঃ	প্রাপ্তিস্থান ঃ	মাল্টিটাক কমপিউটার
টেকনোহেভেন কোঃ	কমপিউটারলাইন	এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স সিষ্টেম
৪/২ লালমাটিয়া, ব্লক-এ, ঢাকা।	১৪৬/১, আজিমপুর রোড, ঢাকা।	১/এ শেওড়া পাড়া, মিরপুর, ঢাকা।
ফোন ঃ ৮১৮৯০২, ৮১৫৯০৭	ফোন ঃ ৫০৫৪১২, ৮৬৬৭৪৬	ফোন ঃ ৩২৯৫৮৫

এছাড়া আপনার নিকটস্থ লাইব্রেরীতে কিংবা কমপিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোতে খোঁজ করুন।